জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০১৭

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন
(পেট্রোবাংলা)

পেট্রোসেন্টার, ৩ কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫
ফোন: পিএবিএক্স ৮৮০-২-৯১২১০১০-৬, ৯১২১০৩৫-৪১, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২০২২৪
www.petrobangla.org.bd

জ্বালানি উৎপাদন ও সরবরাহে পেট্রোবাংলার ভূমিকা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৯ আগস্ট, ১৯৭৫ তারিখে ব্রিটিশ তেল কোম্পানি শেল অয়েল -এর নিকট হতে তিতাস, বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, রশিদপুর এবং কৈলাশটিলা -এ ৫টি গ্যাসক্ষেত্র নামমাত্র ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং মূল্যে ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ন্যস্ত করেন। সে সময়ে এ গ্যাসক্ষেত্রসমূহের উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ছিল ১৫.৪২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট, যার বর্তমান সমন্বিত গড় বিক্রয়মূল্য মোট ৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ ৩,৩৩,৬৯৪ কোটি টাকা। ৪২ বছর গ্যাস ব্যবহারের পরও বর্তমানে এই গ্যাসক্ষেত্রসমূহে ৬.৯৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট অর্থাৎ ১,৫১,২২৬ কোটি টাকা (১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) মূল্যের গ্যাস অবশিষ্ট রয়েছে। জাতির পিতার এ যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের ফলে দেশের অর্থনীতিতে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্যাস নির্ভর সার কারখানা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও শিল্প স্থাপনের ফলে দেশজ উৎপাদন ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা হয়। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য ২০১০ সাল হতে ৯ আগস্ট তারিখটি 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) দেশের প্রাথমিক বাণিজ্যিক জ্বালানি সরবরাহকারী বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। দেশে ব্যবহৃত প্রাথমিক বাণিজ্যিক জ্বালানির ৭৫% এই প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করে থাকে। বর্তমানে পেট্রোবাংলা তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন, পরিবহন ও বিপণনসহ কয়লা ও গ্রানাইট পাথর উত্তোলন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন কাজে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিসমূহের কার্যক্রম তদারকির দায়িত্বও পেট্রোবাংলার ওপর ন্যস্ত রয়েছে। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পেট্রোবাংলা অঙ্গীকারাবদ্ধ, এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে দেশীয় সম্পদ আহরণ জোরদার করার পাশাপাশি বিদেশ হতে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির জন্যও পেট্রোবাংলা কাজ করছে। সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালনে পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন ১৩টি বিশেষায়িত কোম্পানি নিরলসভাবে কাজ করছে।

পেট্রোবাংলার আওতাধীন ১৩টি কোম্পানি

ক) অনুসন্ধান ও উৎপাদন কোম্পানি ১টি : বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিমিটেড, **খ) গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি ২টি :** বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড ও সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড, **গ) গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানি ১টি :** গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড, **ঘ) গ্যাস বিতরণ কোম্পানি ৬টি :** তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড ও সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, **ঙ) রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি ১টি :** রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এবং **চ) মাইনিং কোম্পানি ২টি :** বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড ও মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড।

প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ : ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে গ্যাসের উৎপাদন ছিল দৈনিক ১,৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণের পর তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী গৃহীত কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে তা দৈনিক কমবেশী ২,৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে। পুরাতন বন্ধকূপ ওয়ার্কওভার (সংস্কার), নতুন অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কূপ খননের কর্মসূচী জোরদার ও দ্রুত বাস্তবায়নের ফলে জানুয়ারি, ২০০৯ হতে গ্যাস উৎপাদন দৈনিক ১,৫০৩ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি পেলেও উক্ত সময়ে ২টি গ্যাসক্ষেত্র (সাঙ্গু এবং ফেনী) বন্ধ এবং কোন কোন গ্যাসক্ষেত্রের বিদ্যমান কূপে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার কারণে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির সমন্বিত পরিমাণ ১,০০৬ মিলিয়ন ঘনফুটে দাঁড়িয়েছে। আবিষ্কৃত গ্যাস স্ট্রাকচার সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে ৪,১০৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ত্রিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৯টি নতুন গ্যাস স্ট্রাকচার আবিষ্কার, ১২টি অনুসন্ধান ও ৫২টি উন্নয়ন কূপ খনন এবং ২৫টি কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। এ সময়ে ৮৬২ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে। গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হবিগঞ্জ জেলার মুচাই, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ এবং টাঙ্গাইল জেলার এলেঙ্গাতে গ্যাস কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা যাচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, সার কারখানা, শিল্প ও বাণিজ্যিক এবং আবাসিক খাতে বর্তমানে প্রায় ৩৪.৫০ লক্ষ গ্রাহকের নিকট গ্যাস

সরবরাহ করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে দেশের একমাত্র অনুসন্ধান ও উৎপাদন কোম্পানি বাপেক্স এর কারিগরী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গভীর কূপ খননের ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি রিগ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং আরও ২টি রিগ ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলমান আছে। ২০২১ সালের মধ্যে বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্রে ৩১টি উন্নয়ন কূপ খনন, ২২টি কূপের ওয়ার্কওভার এবং ৬০টি অনুসন্ধান কূপ খননের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সকল কূপ খননের মাধ্যমে আনুমানিক দৈনিক প্রায় ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট অতিরিক্ত গ্যাস উৎপাদন হবে বলে আশা করা যায়।

গ্যাসের ঘাটতি লাঘবের লক্ষ্যে ২০১৮ সালের মধ্যেই ২টি Floating Storage Regasification Unit (FSRU) স্থাপনের মাধ্যমে ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট সমতুল্য এলএনজি আমদানির কর্মসূচী বাস্তবায়নাধীন আছে। ভবিষ্যতের গ্যাস চাহিদা পূরণে আরও FSRU স্থাপনসহ ২টি স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, সমুদ্রাঞ্চলে তেল-গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা যাচাইয়ের জন্যে আবশ্যকীয় সাইসমিক সার্ভে পরিচালনার জন্য একটি সার্ভে জাহাজ ক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

পেট্রোলিয়াম পণ্য : পেট্রোবাংলার আওতাধীন গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি ও উৎপাদন অংশীদারিত্ব চুক্তির (পিএসসি) অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্রে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ৪৩,৫৭,৭৯৭ ব্যারেল গ্যাস উপজাত কনডেনসেট এবং ১,৫৬,৪৮৪ ব্যারেল এনজিএল উৎপাদিত হয়েছে। তন্মধ্যে ২৯,৮৩,৮৭০ ব্যারেল কনডেনসেট বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট সরাসরি বিক্রয় করা হয়েছে। অবশিষ্ট কনডেনসেট এবং সমুদয় এনজিএল পেট্রোবাংলার ৩টি কোম্পানির ৬টি ফ্রাকশনেসন প্ল্যান্টে প্রক্রিয়া করে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ১০,১০,৪৬৪ ব্যারেল পেট্রোল, ৩,৮৮,২৩২ ব্যারেল ডিজেল, ৭৮,৬৯১ ব্যারেল কেরোসিন এবং ৫,৯৩৬ মেট্রিক টন এলপিজি উৎপাদন করা হয়েছে। উৎপাদিত পণ্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের বিভিন্ন কোম্পানির নিকট বিক্রয় করা হচ্ছে। গ্যাস উপজাত কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে উৎপাদিত পেট্রোল দেশের চাহিদা পূরণে সমর্থ হচ্ছে এবং অকটেন চাহিদার বৃহদাংশ পূরণ করছে।

কয়লা : দেশের একমাত্র উৎপাদনশীল কয়লা খনি বড়পুকুরিয়া থেকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি লংওয়াল টপ কোল কেভিং (এলটিসিসি) পদ্ধতিতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৪,০০০-৪,৫০০ মেট্রিক টন উন্নতমানের বিটুমিনাস কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। এ খনি থেকে উত্তোলিত কয়লার প্রায় ৬৫% বড়পুকুরিয়া কয়লা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এবং অবশিষ্ট কয়লা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে দেশের প্রচুর মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে।

গ্রানাইট পাথর : মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইন হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৪,৫০০ মেট্রিক টন গ্রানাইট পাথর উত্তোলন করা হয়। এ গ্রানাইট পাথর রেললাইন, সড়ক ও সেতুসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

২০০২ - ২০০৬ সময়কালের তুলনায় ২০০৯ - জুলাই, ২০১৭ সময়কালের সাফল্যের তুলনামূলক চিত্র

কার্যক্রম	২০০২ - ২০০৮ সাল	২০০৯ - জুলাই, ২০১৭ সাল
দ্বিমাত্রিক সাইসমিক (লাইন কিঃ মিঃ)	১,৬৪৩ (বাপেক্স) ও ১,০৩৭ (আইওসি)	৪,৯৭১ (বাপেক্স) ও ১১,৬৯১ (আইওসি)
ত্রিমাত্রিক সাইসমিক (বর্গ কিঃ মিঃ)	৭৬৬ (আইওসি)	৩,৩৯০ (বাপেক্স) ও ৭১৬ (আইওসি)
ভূতাত্ত্বিক জরিপ (লাইন কিঃ মিঃ)	৫৫৭ (বাপেক্স)	১,১৬৯ (বাপেক্স)
নতুন স্ট্রাকচার আবিষ্কার	৩টি (বাপেক্স)	৯টি (বাপেক্স)
অনুসন্ধান কূপের সংখ্যা	২টি (১টি বাপেক্স ও ১টি আইওসি)	১২টি (৬টি বাপেক্স, ২টি এসজিএফএল ও ৪টি আইওসি)
উন্নয়ন কূপের সংখ্যা	৬টি	৫২টি
ওয়ার্কওভার কূপের সংখ্যা	৪টি	২৫টি (২২টি বাপেক্স ও ৩টি আইওসি)
খনন রিগ ক্রয়	নাই	৩টি (বিজয়-১০, ১১ ও ১২)
কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন	নাই	৩টি (মুচাই, আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গা)
আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র	১টি (আইওসি)	৩টি (বাপেক্স)
গড় দৈনিক গ্যাস উৎপাদন	১,২০০ - ১,৫৫০ মিলিয়ন ঘনফুট	১,৭৪৪ - ২,৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুট
গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন	৭৩ কিলোমিটার	৮৬২ কিলোমিটার
কয়লা উৎপাদন	৬.৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন	৬৮.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন

এক নজরে গ্যাস সেক্টর (জুন, ২০১৭)	
বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ
মোট গ্যাসক্ষেত্র	২৬টি
মোট উৎপাদনরত গ্যাসক্ষেত্র	২০টি
উৎপাদনরত মোট কূপের সংখ্যা	১১২টি
বর্তমান গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা	২,৭৫০ এমএমসিএফডি
সর্বোচ্চ গ্যাস উৎপাদন (তারিখ : ০৬ মে, ২০১৫)	২,৭৮৫.৮০ এমএমসিএফডি
মোট প্রাক্কলিত গ্যাসের মজুদ (প্রমাণিত + সম্ভাব্য)	২৭.১২ টিসিএফ
প্রারম্ভ হতে মোট গ্যাস উৎপাদন (ডিসেম্বর, ২০১৬)	১৪.৩৮ টিসিএফ
বর্তমান অবশিষ্ট গ্যাসের মজুদ (প্রমাণিত + সম্ভাব্য) জানুয়ারি, ২০১৭	১২.৭৪ টিসিএফ
বর্তমান দৈনিক চাহিদা	৩,৪০০ এমএমসিএফডি
বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা	৩৪.৫০ লক্ষ

বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লার ব্যবহার : ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আমদানিসহ দেশে উৎপাদিত ৫৭,২৭৬ গিগাওয়াট আওয়ার বিদ্যুতের মধ্যে ৩৮,৪৬২ গিগাওয়াট আওয়ার প্রাকৃতিক গ্যাস এবং বড়পুকুরিয়ার কয়লা ব্যবহার করে ১,০০৯ গিগাওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। এ সময়ে পেট্রোবাংলার উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা ব্যবহার করে দেশে মোট উৎপাদনের ৬৯% বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। এছাড়া, ক্যাপটিভ পাওয়ার খাতে ছোট ছোট গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র মোট ২,২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে।

সার উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার : ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কাঁচামাল হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে ১২,০৬,৫২৮ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উৎপাদিত হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি : পেট্রোবাংলা ও আওতাধীন কোম্পানিসমূহে প্রশাসন, বিপণন, রাজস্ব, পে-রোল, হিসাব, ভান্ডার, গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যাদি, ভূকম্পন জরীপ, ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক, রিজার্ভয়ার সমীক্ষা, গ্যাস সঞ্চালন ও মনিটরিং ইত্যাদি কার্যক্রমে বিভিন্ন কাস্টমাইজড সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য পেট্রোবাংলায় ইতোমধ্যে ই-ফাইলিং চালু করাসহ ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। গ্যাস বিপণন কোম্পানিসমূহ ইতোমধ্যে হটলাইন নম্বরের মাধ্যমে সেবা প্রদান করছে এবং কল সেন্টারের মাধ্যমে সেবা প্রদান কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের কাজে দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি বিপণন কোম্পানিসমূহের গ্রাহক সেবার মানেরও উন্নতি হচ্ছে।

এলএনজি আমদানি : পেট্রোবাংলার সাথে Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) এবং Summit LNG Terminal Co. (Pvt.) Ltd. এর স্বাক্ষরিত দু'টি চুক্তির আওতায় মহেশখালীতে স্থাপিতব্য ২টি ভাসমান এলএনজি টার্মিনালের মাধ্যমে যথাক্রমে ২০১৮ সালের এপ্রিল নাগাদ ৫০০ এমএমসিএফডি এবং একই বছরের অক্টোবর নাগাদ আরো ৫০০ এমএমসিএফডি সমতুল্য এলএনজি বিদ্যমান নেটওয়ার্কে সরবরাহ শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এলএনজি সরবরাহ বিষয়ে কাতারের RasGas-এর সাথে Sales Purchase Agreement (SPA) অনুস্বাক্ষরিত হয়েছে। অনুস্বাক্ষরিত SPA ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে চূড়ান্তভাবে স্বাক্ষরিত হবে মর্মে আশা করা যায়। ১৩ জুন, ২০১৭ তারিখে সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক এলএনজি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান AOT Trading AG (AOT Energy) এর সাথে পেট্রোবাংলা MoU স্বাক্ষর করে। এছাড়া, স্পট ভিত্তিতে এলএনজি ক্রয়ের লক্ষ্যে Expression of Interest (EOI) আহবান করা হয়েছে। কক্সবাজারের সোনাদিয়া এবং কুতুবদিয়ায় প্রতিটি ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য দু'টি প্রতিষ্ঠানের সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং সমীক্ষা চলমান আছে। এছাড়া, ল্যান্ড বেইজড্, ফিক্সড জেটি বেইজড্ ও গ্রাভিফ্লোট এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সাথে পেট্রোবাংলা MoU/Term Sheet স্বাক্ষর করেছে এবং প্রাথমিক সার্ভে কার্যক্রম চলমান আছে।

প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (পিএসসি) : অফশোর বিডিং রাউন্ড-২০১২ এর আওতায় আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি Santos-KrisEnergy-এর সাথে ১২ মার্চ, ২০১৪ তারিখে অফশোর ব্লক SS-11 এর জন্য একটি পিএসসি স্বাক্ষরিত হয়। ব্লকটিতে ৩,২২০ লাইন কিলোমিটার দ্বিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৭ সালের শেষ নাগাদ এ ব্লকে ত্রিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা করার পরিকল্পনা রয়েছে। ONGC Videsh Ltd. (OVL)-Oil India Ltd. (OIL) এর সাথে ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখে ব্লক SS-04 এবং SS-09 এর জন্য দু'টি পিএসসি স্বাক্ষরিত হয়। গত শুষ্ক মৌসুমে তারা ৩,০১০ লাইন কিলোমিটার দ্বিমাত্রিক মেরিন সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন করেছে। গভীর সমুদ্রের ব্লক DS-12 এর জন্য POSCO Daewoo Corporation এর সঙ্গে ১৪ মার্চ, ২০১৭ তারিখে একটি পিএসসি স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় সম্প্রতি Daewoo এ ব্লকে ৩,৫৬০ লাইন কিলোমিটার দ্বিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে ডাটা প্রসেসিং চলছে। অপরদিকে, অনশোরের জন্য বিডিং আহ্বান করার প্রাথমিক কার্যক্রম হিসেবে বিদ্যমান মডেল পিএসসি-২০১২ পেট্রোবাংলা কর্তৃক পরিমার্জন করা হয়েছে, এর ওপর সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা, মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহণপূর্বক সে অনুযায়ী চূড়ান্ত করা হবে। অফশোর বিডিং এর জন্য মডেল পিএসসি ডকুমেন্টটিকে আরও যুগোপযোগী করার জন্য পরামর্শক নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। অফশোর বিডিং এ আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিসমূহকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত Non-exclusive Multiclient Seismic Survey সম্পন্ন করার জন্য দরদাতাদের প্রস্তাব মূল্যায়ন শেষে নির্বাচিত দরদাতার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

সরকারি কোষাগারে অর্থ জমা : প্রতি বছর গ্যাস খাত হতে সরকারি কোষাগারে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ যোগান দেয়া হয়ে থাকে। বিগত বছরগুলির তুলনায় সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরগুলিতে সিডি ভ্যাট, ডিএসএল, লভ্যাংশ, আয়কর ও এসডি ভ্যাট ইত্যাদি বাবদ সরকারি কোষাগারে যথাক্রমে ৪,৫৩৮ কোটি টাকা, ৫,৫৮৬ কোটি টাকা, ৫,৩৭৮ কোটি টাকা, ৬,২০৪ কোটি টাকা ও ৭,৫২১ কোটি টাকা জমা দেয়া হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

দেশের প্রাথমিক জ্বালানির অন্যতম উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা। বর্তমানে ব্যবহৃত বাণিজ্যিক জ্বালানির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা পূরণ করা হয়। এ কারণে প্রাকৃতিক গ্যাসকে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত নতুন ৩টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং দৈনিক ১,০০৬ মিলিয়ন ঘনফুট নিট গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে গ্যাসের ঘাটতি দূরীকরণ ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশীয় সম্পদ আহরণের পাশাপাশি পেট্রোবাংলা বিদেশ হতে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করতে যাচ্ছে। এমতাবস্থায়, সার্বিক প্রেক্ষাপটে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা সুদৃঢ়করণে পেট্রোবাংলার অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত কূপ খনন কার্যক্রম

অর্থবছর	অনুসন্ধান কূপ	উন্নয়ন কূপ	ওয়ার্কওভার কূপ	মোট
২০১৫-১৬	১	১	৩	৫
২০১৬-১৭	৫	৩	৭	১৫
২০১৭-১৮	১৯	৩	৯	৩১
২০১৮-১৯	১৭	৬	৩	২৬
২০১৯-২০	৮	১১	-	১৯
২০২০-২১	১০	৭	-	১৭
মোট	৬০	৩১	২২	১১৩

* এ সকল কূপ খননের মাধ্যমে আনুমানিক দৈনিক প্রায় ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট অতিরিক্ত গ্যাস উৎপাদন হবে বলে আশা করা যায়।

পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন (২০১৬-১৭ অর্থবছর)

পণ্য	এসজিএফএল	বিজিএফসিএল	আরপিজিসিএল	মোট
পেট্রোল	৬,৯৯,০৫৫ ব্যারেল	৯০,১১৮ ব্যারেল	২,২১,২৯১ ব্যারেল	১০,১০,৪৬৪ ব্যারেল
ডিজেল	১,০২,৫৯১ ব্যারেল	২,৩১,১৯২ ব্যারেল	৫৪,৪৪৯ ব্যারেল	৩,৮৮,২৩২ ব্যারেল
কেরোসিন	৭৮,৬৯১ ব্যারেল	-	-	৭৮,৬৯১ ব্যারেল
এলপিজি	-	-	৫,৯৩৬ মেট্রিক টন	৫,৯৩৬ মেট্রিক টন

বার্ষিক গ্যাস উৎপাদন

একক : বিলিয়ন কিউবিক ফিট

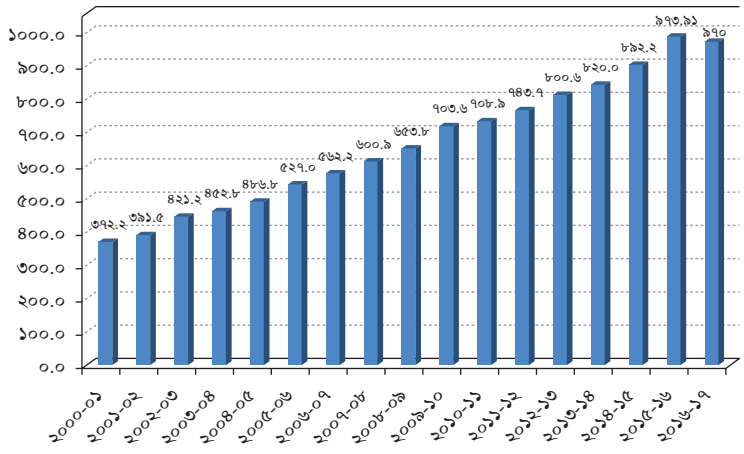

গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প

ক্রমিক	বিবরণ	সম্পাদনকাল
১	আনোয়ারা-ফৌজদারহাট (৪২" ব্যাসের ৩০ কিঃ মিঃ)	ডিসেম্বর, ২০১৭
২	জয়দেবপুর- শ্রীপুর (২০" ব্যাসের ৩০ কিঃ মিঃ)	জুন, ২০১৮
৩	পদ্মা ব্রিজ সেকশন (৩০" ব্যাসের ৬.১৫ কিঃ মিঃ)	ডিসেম্বর, ২০১৮
৪	মহেশখালী-আনোয়ারা-২ (৪২" ব্যাসের ৭৯ কিঃ মিঃ)	ডিসেম্বর, ২০১৮
৫	চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ (৩৬" ব্যাসের ১৮১ কিঃ মিঃ)	জুন, ২০১৯
৬	ধনুয়া-এলেঙ্গা এবং যমুনা ব্রিজের পূর্ব পার্শ্ব-নলকা (৩০" ব্যাসের ৬৭.২ কিঃ মিঃ)	জুন, ২০১৯
৭	এলেঙ্গা-মানিকগঞ্জ (২০" ব্যাসের ৬০ কিঃ মিঃ)	ডিসেম্বর, ২০১৯
৮	মানিকগঞ্জ-ধামরাই (২০" ব্যাসের ২৫ কিঃ মিঃ)	ডিসেম্বর, ২০১৯
৯	কুটুম্বপুর-মেঘনাঘাট (৩০" ব্যাসের ৪৫ কিঃ মিঃ)	জুন, ২০২০
১০	বগুড়া-রংপুর-নীলফামারী (২০" ব্যাসের ১৫৭ কিঃ মিঃ)	জুন, ২০২০
১১	লাঙ্গলবন্দ-মাওয়া (৩০" ব্যাসের ৪৫ কিঃ মিঃ)	জুন, ২০২১
১২	জাজিরা-গোপালগঞ্জ-খুলনা (৩০" ব্যাসের ১২০ কিঃ মিঃ)	জুন, ২০২১
১৩	বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে ব্রিজ সেকশন-২ (৩০" ব্যাসের ৪.৮ কিঃ মিঃ)	ডিসেম্বর, ২০২৩

* ২০২৩ সাল নাগাদ ছকে উল্লিখিত ১৩টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৮৫০ কিলোমিটার নতুন সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন ছাড়াও ৩টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের জন্য পেট্রোবাংলার অর্থায়নে ডেডিকেটেড পাইপলাইন ও অবকাঠামো নির্মাণের প্রকল্প চলমান রয়েছে।

জানুয়ারি, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৭ সময়কালে অর্জিত অগ্রগতি	
দৈনিক গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি	১,৫০৩ এমএমসিএফডি
প্রকৃত গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধি	১,০০৬ এমএমসিএফডি
নতুন রিগ ক্রয়	৩টি
দ্বিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে	১৬,৬৬২ লাইন কিলোমিটার (বাপেক্স - ৪,৯৭১ ও আইওসি - ১১,৬৯১)
ত্রিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে	৪,১০৬ বর্গ কিলোমিটার (বাপেক্স - ৩,৩৯০ ও আইওসি - ৭১৬)
ভূতাত্ত্বিক জরিপ	১,১৬৯ (বাপেক্স)
নতুন স্ট্রাকচার চিহ্নিতকরণ	৯টি (সুনেত্র, মদন, খালিয়াজুড়ী, রূপগঞ্জ, বাজিতপুর, শরিয়তপুর, সাভার/সিঙ্গাইর, জামালপুর ও মাদারগঞ্জ)
নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার	৩টি (সুন্দলপুর, শ্রীকাইল ও রূপগঞ্জ)
অনুসন্ধান কূপের সংখ্যা	১২টি (৬টি বাপেক্স, ২টি এসজিএফএল ও ৪টি আইওসি)
উন্নয়ন কূপের সংখ্যা	৫২টি
ওয়ার্কওভার কূপের সংখ্যা	২৫টি (২২টি বাপেক্স ও ৩টি আইওসি)
গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন সম্প্রসারণ	৮৬২ কিলোমিটার
কয়লা উৎপাদন	৬৮.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন
গ্রানাইট উৎপাদন	২৪.৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন

বর্তমান গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা

গ্যাসক্ষেত্র	খননকৃত কূপের সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপের সংখ্যা	উৎপাদন ক্ষমতা
জাতীয় কোম্পানি			একক : এমএমসিএফডি
তিতাস	২৭	২৬	৫৪২
হবিগঞ্জ	১১	৭	২২৫
বাখরাবাদ	১০	৬	৪৩
নরসিংদী	২	২	৩০
মেঘনা	১	১	১১
সিলেট	৮	২	৮
কৈলাশটিলা	৭	৫	৬৮
রশিদপুর	১১	৫	৬০
বিয়ানীবাজার	২	২	১৪
সালদানদী	৪	১	১০
ফেঞ্চুগঞ্জ	৫	৩	২৬
শাহবাজপুর	৪	৩	৫০
সেমুতাং	৬	২	৩
সুন্দলপুর	২	০	০
শ্রীকাইল	৪	৩	৪০
বেগমগঞ্জ	৩	০	০
রূপগঞ্জ	১	১	৮
মোট	**১০৮**	**৬৯**	**১,১৩৮**
আন্তর্জাতিক কোম্পানি (আইওসি)			
জালালাবাদ	৮	৭	২৭০
মৌলভীবাজার	৭	৫	৪২
বিবিয়ানা	২৬	২৬	১,২০০
বাঙ্গুরা	৭	৫	১০০
মোট	**৪৮**	**৪৩**	**১,৬১২**
সর্বমোট (জাতীয়+আইওসি)	**১৫৬**	**১১২**	**২,৭৫০**

সেক্টর ভিত্তিক গ্যাসের বর্তমান চাহিদা ও সরবরাহ

একক : এমএমসিএফডি

সেক্টর	গ্রাহকশ্রেণী	চাহিদা	সরবরাহ
বাল্ক	বিদ্যুৎ	১,৫০০	১,০৫০
	সার	৩০০	১৪০
	বিদ্যুৎ নন্-গ্রীড	৮০	৮০
	উপ-মোট	১,৮৮০	১,২৭০
নন্-বাল্ক	শিল্প	৪৬২	৪৫৫
	ক্যাপটিভ	৪৭৮	৪৫২
	সিএনজি	১২৫	১২৫
	গৃহস্থালী	৪২৫	৪২০
	বাণিজ্যিক ও অন্যান্য	৩০	২৮
	উপ-মোট	১,৫২০	১,৪৮০
	সর্বমোট	৩,৪০০	২,৭৫০

খাতওয়ারী গ্যাস ব্যবহার (২০১৬-১৭)